১৩শ অধ্যায়: জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা–এর অনুশীলনী অংশগুলো **পরীক্ষায় লেখার মতো পরিষ্কার, সাজানো ও বর্ণনাসহ** করে দেওয়া হলো।

ক. বাম পাশের সাথে ডান পাশের মিল

বাম পাশ — ডান পাশ

অগ্নিকাণ্ড → **ঘরবাড়ি, দোকানপাট পুড়ে যায়**
বন্যা → **খাবার পানির সংকট দেখা দেয়**
ভূমিকম্প → **ঘরবাড়ি ধসে পড়ে**

খ. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের উত্তর

১। আগুন লাগার কারণ লিখি।

উত্তর:
আগুন লাগার প্রধান কারণগুলো হলো—
অপ্রয়োজনে রান্নার চুলা জ্বালিয়ে রাখা,
জ্বলন্ত সিগারেট, বিড়ি, দিয়াশলাই নিভিয়ে না ফেলা,
আগুন নিয়ে খেলা করা ও বাজি পোড়ানো,
মশার কয়েল, মোমবাতি ও কুপিবাতি ব্যবহারে অসতর্কতা,
ত্রুটিপূর্ণ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার,
নিয়ম না মেনে বিদ্যুৎ ও গ্যাস ব্যবহার করা,
ত্রুটিপূর্ণ গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করা।

২। ভূমিকম্পে কী ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে?

উত্তর:
ভূমিকম্প হলে ঘরবাড়ি, দালানকোঠা ও রাস্তাঘাট ধসে পড়তে পারে। বিদ্যুৎ, গ্যাস ও টেলিফোন লাইন নষ্ট হয়ে যায়। অনেক মানুষ আহত হয় এবং অনেক সময় মানুষ মারা যায়। যানবাহন ও পরিবেশেরও বড় ক্ষতি হয়।

গ. বর্ণনামূলক প্রশ্ন (বড় করে, বর্ণনাসহ)

১। বন্যার সময় আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে আমাদের কী কী প্রস্তুতি দরকার?

উত্তর:
বন্যার সময় নিরাপদে আশ্রয় কেন্দ্রে যেতে হলে আগে থেকেই কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তুতি নেওয়া প্রয়োজন। প্রথমে প্রয়োজনীয় **শুকনো খাবার** যেমন— চিড়া, মুড়ি, বিস্কুট, চাল, ডাল ইত্যাদি সঙ্গে নিতে হবে। নিরাপদ **খাবার পানি** সংগ্রহ করতে হবে, যাতে বিশুদ্ধ পানি পাওয়া যায়।
কাপড়চোপড়, প্রয়োজনীয় **ঔষধপত্র**, স্যানিটারি সামগ্রী ও প্রাথমিক চিকিৎসার জিনিস নিতে হবে।
গবাদি পশুর জন্য **খাবার** সংগ্রহ করে উঁচু জায়গা বা বেড়িবাঁধে নিরাপদে রাখতে হবে।

পড়ার বই-খাতা, গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র ও দলিল প্লাস্টিক ব্যাগে ভরে নিরাপদে রাখতে হবে, যাতে পানি ঢুকতে না পারে।
এইভাবে আগে থেকে প্রস্তুতি নিলে বন্যার সময় ক্ষয়ক্ষতি কম হয় এবং পরিবার নিরাপদে আশ্রয় নিতে পারে।

২। আমি কীভাবে অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ করতে পারি?

উত্তর:
আমি সচেতন হলে সহজেই অগ্নিকাণ্ড প্রতিরোধ করতে পারি। রান্নার পর **চুলা ভালোভাবে বন্ধ** করব।
জ্বলন্ত **সিগারেট, বিড়ি, দিয়াশলাই** ভালোভাবে নিভিয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় ফেলব।
আগুন নিয়ে খেলাধুলা করব না এবং বাজি পোড়াব না।
বাড়ির **বৈদ্যুতিক তার ও যন্ত্রপাতি নিয়মিত পরীক্ষা** করব।
ত্রুটিপূর্ণ **গ্যাস সিলিন্ডার ব্যবহার করব না** এবং নিয়ম মেনে গ্যাস ব্যবহার করব।
বাড়িতে **অগ্নি নির্বাপণ সামগ্রী** রাখব।
এই নিয়মগুলো মেনে চললে অগ্নিকাণ্ডের ঝুঁকি অনেক কমে যায় এবং মানুষ ও সম্পদ নিরাপদ থাকে।